নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বচ্ছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে-
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপ-ইন্দু ;
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু ॥

নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে-
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু ॥

জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ নাথ,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু" ॥

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি',
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে ॥
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে ।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেলিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধরে ॥

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই ।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই ।
হৃদয়ে দয়া যেন পাই ॥